



**NATIONAL
DAIRY
DEVELOPMENT
BOARD**

গবাদি পশুর খুরের যত্ন



গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ও দুধ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো খুরের যত্ন

সুস্থ
খুর থাকলে, আমি
ভালোভাবে খাদ্য গ্রহণ ও
প্রজনন করি এবং বেশি দুধ
উৎপাদন করি

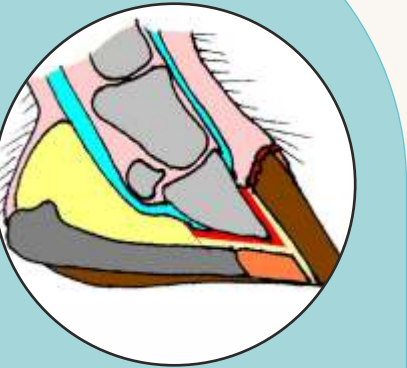
সঠিক খুর পরিচর্যা, গরু ও
মহিষকে ব্যথা ও মানসিক
চাপমুক্ত রাখে এবং
সক্রিয় রাখে



খুরের সমস্যার ফলে মাস্টিটিস
(পালন প্রদাহ) ও মেট্রাইটিসের
(গর্ভশয়ে সংক্রমণ) মতো
রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়



গবাদি পশুর খুর প্রতি
৪ থেকে ৬ মাস অন্তর
পরীক্ষা করা উচিত এবং
প্রয়োজন হলে খুর ছাঁটাই উচিত



খোঁড়াভাবে হাঁটা বা শক্তভাবে চলা



খুরে ফাটল, অতিবৃদ্ধি বা আঘাত লাগা



খুরে চাপজনিত ক্ষত হওয়া

এই
লক্ষণগুলির
প্রতি সতর্ক
থাকুন

খুরের আশেপাশে
ফোলা বা দুর্গন্ধ হওয়া



ওজন স্থানান্তরে অসমতা

খুরের স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নিশ্চিত করে



- পর্যাপ্ত আরাম
- সর্বোত্তম দুধ উৎপাদন
- সঠিকভাবে চলাফেরার ক্ষমতা
- আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

কখন পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন?

- হাঁটতে অসুবিধা হলে
- খুর অতিবৃদ্ধি বা বিকৃত আকৃতির হলে
- ব্যথা বা খোঁড়া ভাবের লক্ষণ দেখা দিলে
- খুর থেকে দুর্গন্ধ বের হলে



খুরের ঠিকমতো যত্ন না নিলে হতে পারে:



পঙ্গুত্ব ও
ব্যথা

দুধ উৎপাদন
হ্রাস



খাদ্য গ্রহণ
হ্রাস

প্রজনন
সমস্যা



রোগের
ঝুঁকি বৃদ্ধি

আয়ুষ্কাল
হ্রাস



অর্থনৈতিক ক্ষতি বৃদ্ধি

খুরের ভালো যত্নের
জন্য পরীক্ষা-তালিকা



নিয়মিত খুর
পরীক্ষা



গোয়ালঘরের যথাযথ
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা



পঙ্গুত্বের লক্ষণ
পর্যবেক্ষণ



নিয়মিত ফুট ডিপিং
(৫% কপার সালফেট
দ্রবণ ব্যবহার)



সঠিক পুষ্টি
নিশ্চিত করা



উপযুক্ত
মেঝের ব্যবস্থা



অবাধ চলাচলের জন্য
পর্যাপ্ত স্থান

এখনই খুরের যত্ন নেওয়া শুরু করুন!